পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮১ ইং ৮ই রবিউল আওয়াল, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮১ ইং | ৩৪শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে কুরআন : সুরা বাকারা : (২য় পারা : ২৩শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : মোহাম্মদীয় উম্মতে 'ওয়াহী-ইলহাম'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* প্রফেসর আবদুস সালাম :	আফতাব জাহান হাফিজা মজুমদার	১৬
* নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালামের বাংলাদেশ সফর :	ইত্তেফাক রিপোর্ট	১৮
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা :—(৬০)	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসা	আহ্‌মদী রিপোর্ট	২০
* সংবাদ : রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসা	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১

শুভ বিবাহ

গত ২৬ শে ডিসেম্বর দারুত তবলীগ—ঢাকায় ইসলামাবাদ (পাকিস্তান)-এর জনাব জিয়াউল হক সাহেবের পুত্র জনাব কাররার খালেদ-এর শুভ বিবাহ আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া -এর জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ আয়েসা খানমের সহিত দশ হাজার টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ্।

উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দো'য়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

وعلى عبده المسيح الموعود بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮১ ইং : ১৫ই সুলেহ, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬)

২৩শ রুকু

১৮৪। হে ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমাদের উপরও রোজা রাখা ঐ ভাবে ফরজ করা হইল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা হইতে) আত্মরক্ষা করিতে পার।

১৮৫। (অতএব রোজা রাখ) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এবং যাহারা ইহাতে (অর্থাৎ রোযা রাখিতে) অক্ষম, (সামর্থ থাকিলে) তাহাদের উপর এক দরিদ্র ব্যক্তিকে ফিদিয়া স্বরূপ আহার করানো বিধেয়, এবং যে কেহ পূর্ণ আনুগত্যের সহিত কোন সৎকাজ করিবে ইহা তাহার জন্য উত্তম হইবে ; যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে (বুঝিতে পারিবে যে) রোযা রাখা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

১৮৬। রমযান (মাস) সেই মাস যাহার সম্বন্ধে কুরআন নাযেল করা হইয়াছে (সেই কুরআন) যাহা সকল মানবের জন্য হেদায়েত (রূপে প্রেরণ করা হইয়াছে) এবং যাহার মধ্যে প্রকাশ্য প্রমাণ রহিয়াছে (এমন সকল প্রমাণ) যাহা হেদায়েত সৃষ্টি করে এবং তৎসঙ্গে (কুরআনে) ঐশী নিদর্শনাবলীও রহিয়াছে ; সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে এমতাবস্থায় প্রাপ্ত হয় (যে রুগ্ন বা মুসাফের নহে) সে যেন ইহার রোযা রাখে এবং যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে (তাহার উপর) অন্য দিন সমূহে গণনা (পূর্ণ করা বাধ্যকর) হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য অসুবিধা চাহেন না ; এবং (এই আদেশ তিনি এই জন্য দিয়াছেন যেন তোমরা অসুবিধায় না পড় এবং) যেন তোমরা গণনাকে পূর্ণ করিতে পার এবং (এই কথার উপর) আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন করিতে পার যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং যেন তোমরা (তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞ হও।

১৮৭। এবং (হে রসুল!) যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তো (তুমি তাহাদিগকে উত্তর দাও যে) আমি (তাহাদের) নিকটেই আছি। যখনই কোন প্রার্থনাকারী আমার নিকট প্রার্থনা করে, তখনই আমি তাহার প্রার্থনা কবুল করি। সুতরাং তাহাদের কর্তব্য তাহারাও (অর্থাৎ প্রার্থনাকারীগণও) যেন আমার আদেশ পালন করে এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

১৮৮। রোযা রাখার রাতে তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট গমন করা বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোষাক এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোষাক; আল্লাহ্ জানেন যে,তোমরা তোমাদের নফসের অধিকার নষ্ট করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; অতএব, এখন তোমরা (দ্বিধাহীন চিত্তে) তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার জন্য কামনা কর এবং তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কালরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর (উষা হইতে) রাত্রি পর্যন্ত রোযাসমূহকে পূর্ণ কর, এবং তোমরা মসজিদ সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তাহাদের (অর্থাৎ স্ত্রীগণের) নিকট গমন করিও না, এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং উহাদের নিকটেও যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার আদেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা (বিনাশ হইতে) রক্ষা পায়।

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের (ভ্রাতাগণের) ধন-সম্পদ আপোষে (মিলিয়া) মিথ্যা (ও প্রত্যারণা)-র দ্বারা গ্রাস করিও না, এবং ঐ (সম্পদ) গুলিকে বিচারকদের নিকট (এতদুদ্দেশ্যে) লইয়া যাইওনা, যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিতে পার। (ক্রমশঃ)

"স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই যে প্রকাশ পায় এরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাহার সমমর্যাদা-বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন।" [কিশতিয়ে নুহ]

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন]

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ লাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[ইলহাম—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুহাম্মদীয় উম্মতে 'ওয়াহী-ইলহাম'।

৪৭১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'তোমাদের পূর্বেকার উম্মৎ সমূহে 'মুহাদ্দাস' হইতেন। অর্থাৎ, তাঁহারা ইলহাম-ইলাহী দ্বারা সম্বর্ধিত হইতেন। আমার উম্মতে যাঁহারা 'মুহাদ্দাস' হইবেন, (হযরত) উমর (রাযিঃ)ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে ওয়াহাব বলেন যে, 'মুহাদ্দাস' দ্বারা 'মুলহাম' বুঝায়—অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে ইলহাম প্রাপক। ['বুখারী 'কিতাবুল মানাকিব ; 'বাবু মানাকিবু উমার (রাযিঃ) ; ১:৫২১ পৃঃ]

নোট ঃ— (১) "হাদিসু লা ওয়াহ্‌য়ুন বাদা মাওতি বাতেলুন ওয়া মাশতাহারা আন্না জিব্রীলু লা ইয়ানযিলু ইলাল-আর্দে বায়দা মাওতুন্নাবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা, ফাহুয়া লা-আস্‌লা লাহু" (রুহুল-মায়ানী, ৭:৬৫ পৃঃ)

অর্থাৎ, "আমার পরে ওয়াহী নাই"— বর্ণিত হাদিসটি মিথ্যা এবং "হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর জিব্রীল পৃথিবীর দিকে আর নাজিল হইবে না' বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে উহারও কোন ভিত্তি নাই।" (রুহুল মায়ানী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

(২) "ইন্না কালামাল্লাহে সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা লিলবাশারে কাদ ইয়াকুনো শফাহান ওয়া বালেকাল আফরাদু মিনাল আম্বিইয়ায়ে ওয়া কাদ ইয়াকুনো লেবা'যিল কুম্মালে মিন মুতাবেয়ীহিম ওয়া ইযা কানা হাযাল কিসমু মায়া ওয়াহেদেম মিনহুম সুম্মিয়া মুহাদ্দাসান।"

[মকতুবাত ইমাম রাব্বানী আলফেসানী, মকতুব নং ৫২ খণ্ড ২ পৃঃ ৯৯]

অর্থাৎ, "খোদাতায়ালা কখনও কখনও সাক্ষাৎভাবে (বা মুখোমুখী) কথা বলেন এবং ঐ সকল লোক নবী হইয়া থাকেন এবং কখনও তাঁহাদের কোন কোন পূর্ণ অনুসারীর সহিতও ঐরূপে কথা বলেন, এবং যখন কাহারও সহিত অধিক পরিমাণে ঐরূপে কথা বলেন তখন ঐ ব্যক্তিকেই 'মুহাদ্দাস' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।" (মকতুবাত ইমাম রাব্বানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯)

(৩) "আন্নাবীয়ুল্লাযী লা শাররা লাহু ফিমা ইউহা ইলাইহে বেহি হুয়া রা'সুল আওলিয়ায়ে ..... আল-মুহাদ্দাসু মা লাহু সেওয়াতত্তাহদীসে ওয়া মা ইয়ানতাজেহু মিনাল উমুরে ওয়াল

৪৭২। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের পূর্বে বনি-ইস্রায়ীলের মধ্যে এরূপ পুরুষগণ ছিলেন যাঁহাদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালা কালাম করিতেন, তাঁহারা নবী না হওয়া সত্বেও। আমার উম্মতে (হযরত) উমর (রাযিঃ) এই পর্য্যায়ভুক্ত।"

[বুখারী; 'কিতাবু মানাকিবে উমার' (রাযিঃ) ১:৫২১ পৃঃ]

৪৭৩। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তিনি এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "নবুওয়াতের শুধু 'মুবাশশেরাতের অংশ বাকী রহিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল: 'মুবাশশেরাত (সুসংবাদ সমূহ) কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: ভাল ও সত্য স্বপ্ন *।" (তাহাও মুবাশ্‌শেরাতের অন্তর্গত)।

[বুখারী; 'কিতাবুৎ তাফসীর; 'বাবুল মুবাশশেরাত; ২:১০৩৫ পৃঃ]

আ'মালে ওয়াল মুকামাতে···হাউলায়ে আম্বিয়ায়ুল আওলিয়ায়ে ওয়া আম্মাল আম্বিয়ায়ুল লাযীনা লাহুম শারায়েয়ু ফালা বুদ্দা মিন তানায্‌যুলেল আরওয়াহে আলা কুলুবিহিম বিল আমরে ওয়ান-নাহইয়ে।" (ফতুহাতে মাক্কিয়া, খণ্ড ২ পৃঃ ৭৭)

অর্থাৎ 'সেই নবী যাঁহার উপর অবতীর্ণ ওহীর মধ্যে শরীয়ত থাকে না (অর্থাৎ যাঁহার প্রতি শরীয়ত-বিহীন বা গয়র শরয়ী ওহী নাজেল হয়) তিনি ওলীগণের শীর্ষ (রা'সুল আওলিয়া) হইয়া থাকেন··· এবং 'মুহাদ্দাস' তো আল্লাহ্‌র অধিক পরিমাণে কোথপোকথন (অর্থাৎ ওহী ও ইলহাম,)এবং উহার ফলে উদ্ভাবিত বিষয় ও মোকাম সমূহ প্রাপ্ত হন। সুতরাং প্রত্যেক নবী মুহাদ্দাস হইয়া থাকেন কিন্তু প্রত্যেক মুহাদ্দাস নবী নহেন। এই সকল ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাদ্দাস এবং গয়র শরয়ী নবীগণ) 'আম্বিয়ায়ুল আওলিয়া' হইয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা শরয়ী নবী হইয়া থাকেন তাঁহাদের অন্তরে ফিরিশ্‌তাগণ আদেশ ও নিষেধ (অর্থাৎ শরীয়ত বাহী ওহী) সহকারে নাজেল হইয়া থাকেন।" (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ)

* ১। "আল-মুরাদু আন্নাহা লাম তাবকা আলাল উমুমে ওয়া ইল্লা ফাল-ইলহামু ওয়া কাশফুল-আওলিয়ায়ে মওজুদুন।" (হাশিয়া আল্লামা সিন্ধি বর ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩ মিসরে মুদ্রিত সংস্করণ)। অর্থাৎ, "আল্লামা সিন্ধি ইবনে মাজার হাশিয়ায় বলেন, "সাধারণতঃ তাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়া আউলিয়াদের ইলহাম ও কাশফ বিদ্যমান।"

২। "মা ইরতাফায়াতেন-নবুওয়াতু বিলকুল্লিয়াতে লেহাযা মা কুলনা ইন্নমা ইরতাফায়াত নবুওয়াতুত-তাশরীয়ে।" (ফতুহাতে মাক্কীয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪)

অর্থাৎ, "নবুওয়াত সম্যক উঠিয়া যায় নাই। সেইজন্য আমরা বলি যে, যাহা উঠিয়া গিয়াছে, তাহা শুধু শরীয়ত বাহক নবুওয়াত।" [ফতুহাতে মাক্কিয়া, ২:২৪ পৃঃ]

৩। "ইন্নামান-নবুওয়াতুল লাতি ইনকাতায়াত বে-ওয়াজুদে রসুলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লামা আন্নাহা হিয়া নবুয়াতত্তাশরীয়ে।" (ফতুহাতে মাক্কীয়া ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃঃ)

অর্থাৎ, "রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অজুদের সঙ্গে যে নবুওয়াত কাটা গিয়াছে, তাহা শুধু শরীয়ত বাহী নবুওয়াত।" (ঐ, ২:৩ পৃঃ

৪। "ইয়াসতাহীলু আই-ইয়ানকাতেয়া খবরুল্লাহে ওয়া ইখবারুহু মিনাল আলামে; ইয লওয়েল ফাতয় লাম ইয়াবকা লিল-আলামে গেনাউন ইউতাখায্যা বিহি ফি বকায়ে ওয়াজুদিহি।" (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০)

অর্থাৎ, "খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় (গেয়েবী) বিষয়াবলীর সংবাদ প্রাপ্তি রুদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভ ব্যাপার। কেননা, যদি উহা রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তাহাদের রুহানী সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখার এবং উহার পুষ্টি সাধনের খাদ্য সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর। (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০০

৫। "ফান-নবুওয়াতু সারিয়াতুন ইলা ইওমিল কিয়ামতে ফিল-খালকে ওয়া ইন কানাত তাশরীয় কাদ ইনকাতায়া; ফাত-তাশরিয়ু জুয্যু মিনম আজযায়েহি।" (ফতুহাতে কক্বয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০)

অর্থাৎ, "নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে চলিতে থাকিবে, যদিও শরীয়তবাহী নবুওয়াত কাটা গিয়াছে। শরীয়তবাহী নবুওয়াত হইল নবুওয়তের অংশ সমূহের একটা অংশ মাত্র।" ['ফতুহাতে মাক্কিয়া; 'বাব' ৭৩, ২:১০০ পৃঃ]

সুতরাং, ৪৭২নং হাদিসের মর্ম এই যে, নবুয়াতের দুইটি অংশ। এক, আহকাম; তথা আদেশ-নিষেধ সম্বলিত। ইহা শেষ হইয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় অংশ সুসংবাদ (মুবাশশেরাত) এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত গাইবের সংবাদ। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মদীয় উম্মতে জারি আছে। হাদিসে রুইয়া বা স্বপ্ন উদাহরণ রুপে বর্ণিত হইয়াছে এবং শুধু বোধ গম্য করিবার জন্য ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, ইহা সাধারণ। ইহার কখনো এই অর্থ নয় যে, শুধু রুইয়া সালেহা (ভাল ও সত্য স্বপ্ন) মাত্র বাকী রহিয়াছে এবং গাইবের সংবাদ ও সুসংবাদের অন্য প্রকারগুলি এখন বাকী নাই। ইলহাম, কাশফ, ওয়াহী, ফেরেশ্‌তাগণের অবতরণ এবং সাক্ষাৎ ঐশী-বাক্যালাপ – এই সব প্রকারই এখনও বাকী আছে, যাহা উম্মতের বিশেষ ব্যক্তিগণের ভাগ্যে রহিয়াছে। শেখ মুহি উদ্দীন ইব্‌নে আরবী (রহঃ) উম্মতের এরূপ বিশেষ ব্যক্তিগণকে "আম্বিয়া-উল-আউলিয়া" ('অলি নবী) আখ্যা দেন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম ইহার জন্য "উম্মতি নবী" পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। হাদিস নং ৪৭১, ৪৭২ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য স্বপ্ন (রুইয়া সালেহা') বাদেও 'মুবাশশেরাত' এবং ওহীর অন্য আরো প্রকার বাকী আছে। সেইরূপ ৪৪৪ নং হাদিসেও সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে যে, যিনি মসীহ মওউদ হইবেন, তিনি ওয়াহী পাইবেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে গোপন বিষয়াবলীর জ্ঞান দেওয়া হইবে। সুতরাং ওয়াহীর কেবল মাত্র শরীয়ত অংশ পূর্ণত্ব ও, চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শেষ হইয়াছে এবং অন্য সব প্রকার ওহী বাকী রহিয়াছে, যাহা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইত্তেবা ও তাঁহার অনুবর্তিতার ফলে প্রদত্ত হয়। হাদিস নং ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৫ও দেখুন। (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

–এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন বার্তা এবং তাঁহাকে অস্বীকারের ভয়াবহ পরিণাম

"হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এই উম্মতে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন একটি 'এজমায়ী' (সর্ববাদি সম্মত) আকীদা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যদি এই অধম সেই প্রতিশ্রুত মসীহ নয়, তাহা হইলে আপনারা মসীহ মওউদকে আকাশ হইতে অবতারণ করিয়া দেখাইয়া দিন। আপনারা তো সালেহীন (পূণ্যবানগণ)-এর সন্তান ও বংশধর, মসজিদে উপবিষ্ট হইয়া আহোজারীর সহিত দোওয়া করুন যাহাতে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আকাশ হইতে ফিরেশ্‌তাদের স্কন্ধে হাত রাখিয়া নামিয়া আসেন এবং আপনারা সত্যবাদী প্রতিপন্ন হন। অন্যথায়, কেন অযথা কুধারণ পোষণ করিতেছেন এবং কুরআনী আয়াত لاتقف ما ليس لك به علم ("যে সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নাই সে সম্বন্ধে আপত্তি উথাপন করিবে না"—অনুবাদক) -এর বিরুদ্ধাচরণের অপরাধের আওতায় আসিতেছেন? খোদাতায়ালাকে ভয় করুন।

কয়েক দিন পূর্বের কথা, "আল-আয়াতু বা'দাল মেয়াতাইনে" * —হাদিসটির মর্মানুযায়ী হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে মসীহ মওউদ-এর আবির্ভাব ঘটিবে কি না—ইহা জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই অধম আল্লাহ্‌র সমীপে মনোনিবেশ করিল তখন আমাকে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন)-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত নামটির (আবজাদ শাস্ত্র অনুযায়ী) বর্ণ মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া বলা হইল যে, "দেখ, এই সেই মসীহ, যিনি হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহিত আবির্ভূত হওয়ার ছিলেন; উক্ত সময়সীমা বা তারিখ পূর্ব হইতেই আমরা এই নামের মধ্যে নির্ধারণ করিয়াছিলাম।" আর সেই নামটি হইল—

---

* অর্থাৎ, "কিয়ামতের পূর্বে গালামত ও নদর্শন সমূহ এক হাজার দুইশত বৎসর পর প্রকাশিত হইবে।" প্রখ্যাত হানাফী ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহঃ) হাদীসটির উক্ত অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যে, "উহাই মাহদী (আঃ)-এর জাহের হওয়ার নির্ধারিত সময়।" (মেরকাত শরাহ্‌, মিশকাত ৫ম খণ্ড পৃঃ ৮৫)

তেমনিভাবে অগণিত বুজুর্গানে-উম্মত কুরআন, হাদিস এবং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কাশফ ও দিব্য জ্ঞানের ভিত্তিতে হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক এবং হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ দিয়া গিয়াছেন।

তদনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হিঃ ১২৫০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ সনে মুজাদ্দিদ হিসাবে আদিষ্ট হন এবং হিঃ ১৩০৬ সনে "প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী" রূপে প্রত্যাদিষ্ট হন।—অনুবাদক।

"গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।" এই নামের বর্ণ মূল্যায়ন সংখ্যা দাঁড়ায় তেরশত। এই জনবসতি কাদিয়ানে "গোলাম আহমদ" নামে এই অধম ব্যতীত আর অন্য কেহও নাই। বরং আমার অন্তরে উদ্রেক করা হইল যে, এই সময়ে এই অধম ব্যতীত সারা জগত ব্যাপী 'গোলাম আহমদ' নাম অন্য কাহারও নাই। এই অধমের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার এই ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে যে, পবিত্র মহান আল্লাহ্‌ কোন কোন সূক্ষ্মতত্ব বর্ণমালার মূল্যায়ন সংখ্যার মধ্য দিয়া আমার উপর প্রকাশ করিয়া থাকেন। একবার আমি আদম (আঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আমাকে এই ইঙ্গিত দান করিলেন যে, "সেই সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত কর যাহা সুরা 'আল-আসার'-এর বর্ণ (হরফ) সমূহে নিহিত রহিয়াছে'—উহাদের মূল্যায়ন সংখ্যাতেই সেই তারিখ নির্ণীত হয়। ....

"এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে খোদাতায়ালা আরবী বর্ণমালার মূল্যায়ন সংখ্যায় আমাকে এক সংবাদ দান করিলেন। উহার বৃত্তান্ত নিম্নরূপ: "কালবুন ইয়ামুতু আলা সালবিন" অর্থাৎ, 'সে কুকুর তুল্য, এবং কুকুর। অর্থৎ, কালব্‌ শব্দের) বর্ণ মূল্যায়ন সংখ্যার উপরে মৃত্যু -বরণ করিবে, যাহা বায়ান্ন (৫২) বৎসর নির্দেশ করিতেছে অর্থাৎ তাহার আয়ুষ্কাল বায়ান্ন বৎসর অতিক্রম করিবে না। যখন সে বায়ান্ন বৎসরে পদার্পন করিবে তখন সেই বৎসরের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। *

এখন পুনঃ পূর্ব বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের জামাত একটি সৌভাগ্যশালী লোকের জামাত, যাহারা যথাসময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে গ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে আকাশমালা ও পৃথিবীর খোদা প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের অন্তর তাহাকে গ্রহণ করিতে লেশমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। কেননা তাহারা সদাত্মা ও ভাগ্যবান এবং খোদাতায়ালা নিজের জন্য তাহাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন। খোদাতায়ালার বিশেষ দৃষ্টি ও বিশেষ অনুগ্রহ তাহাদিগকে শক্তি প্রদান করিয়াছে; অপরাপরকে তাহা তিনি প্রদান করেন নাই। তাহাদের অন্তর তিনি খুলিয়া দিয়াছেন; অপরাপরের অন্তর তিনি খুলেন নাই। সুতরাং তাহারা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অধিকতর কল্যাণ দান করা হইবে এবং তাহাদের উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু যাহারা গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের কাছে যাহা পূর্ব হইতে ছিল তাহাও তাহাদের নিকট হইতে লয় পাইবে। অসংখ্য পুন্যাত্মা ব্যক্তিবর্গ

---

* ১৯৭৯ সনে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হতভাগ্য জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁহার জীবনের ঠিক ৫২ বৎসরে পদার্পন করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে বিদ্ধ হন। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৪ সনে তিনি পাকিস্তানী উলেমা এবং বিশেষতঃ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল সমূহের সহিত একজোট হইয়া জামাতে আহমদীয়ার উপর ইতিহাসের জঘন্যতম অত্যাচার চালাইবার পর 'খোদার উপর খোদকারী' করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারকারী খাঁটি মুসলিম সম্প্রদায় আহমদীয়া জামাতকে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণে অমুসলিম বলিয়া আখ্যায়িত করার অনৈশ্লামিক ও অমানবিক ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।—অনুবাদক।

আকাঙ্খা করিয়াছিলেন যেন এই জামানা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের সেই সুযোগ ঘটে নাই। আক্ষেপ, এই সকল লোক প্রত্যক্ষ করার পরেও গ্রহণ করিল না। তাহাদের অবস্থা আমি কোন জাতির অবস্থার সহিত তুলনা করিব? তাহাদের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তটিই সঠিক রূপে প্রয়োজ্য হয় যে :—

এক বাদশাহ তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী একটি শহরে তাঁহার পক্ষ হইতে নিয়োজিত একজন হাকিম প্রেরণ করিলেন ইহা দেখিবার জন্য যে, প্রকৃতপক্ষে কে বাধ্য ও কে অবাধ্য এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ ও বিসম্বদেরও মীমাংসা হইয়া যায়। সুতরাং সেই হাকিম তাহাদের মধ্যে সঠিক প্রয়োজনীয় সময়ে আগমন পূর্বক তাঁহার মহা মর্যাদাবান প্রভুর পয়গাম পৌঁছাইলেন এবং সকলকে সত্য ও সুষ্ঠ পথের দিকে আহ্বান জানাইয়া তিনি তাঁহার 'হাকাম'—'ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী' হওয়া সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি সংকার নিয়োজিত কর্ম-কর্তা হওয়ার বিষয়ে তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই যাবতীয় নিদর্শন দেখাইলেন যেগুলি একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত, কিন্তু তাহারা মানিল না এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, বরং তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার অসম্মান ও অবমাননা করিল, তাঁহার মুখে থুথু দিল, তাঁহাকে প্রহার ও বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল, তাঁহাকে চরমরূপে হেয় ও লাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিতে মাতিয়া উঠিল এবং নিতান্ত অশ্লিল বাক্যব্যয় ও গালমন্দের দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন তিনি তাহাদের হাতে সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ও উৎপীড়ণ সহ্য করিয়া যাহা তাঁহার জন্য নির্ধারিত ছিল তিনি তাঁহার প্রেরণকারী বাদশাহ্‌র নিকট ফিরিয়া গেলেন। আর যাহারা তাঁহার ঐরূপ দুর্গতি ঘটাইল তাহারা অন্য কোন হাকিমের অগমনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিল এবং অজ্ঞানতা বশতঃ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উপর বদ্ধপরিকর ও জমিয়া থাকিল যেন তিনি হাকিম ছিলেন না, বরং সে অন্য কোন ব্যক্তি হইবেন, যিনি আসিবে এবং যাহার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করা উচিত।' তাহারা সারাদিন অপেক্ষারত থাকিল এবং উঠিয়া উঠিয়া পথপানে তাকাইল—বাদশাহর পক্ষ হইতে কেহ আগমন করেন কি না। এমন কি অপেক্ষা করিতে করিতে সূর্য অস্ত হইতে লাগিল কিন্তু কেহই আসিল না। পরিশেষে সন্ধ্যা লগ্নে পুলিশের বহু সংখ্যক সিপাহী আসিল যাহাদের নিকট বহু সংখ্যক হাতকড়াও ছিল। সুতরাং তাহারা আসিয়া ঐ সকল দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদিগের শহরটিকে পুড়াইয়া দিল। তারপর সকলকে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে হাতকড়া পরাইয়া দিল এবং তাহাদিগকে আদেশ অমান্য ও সরকারী কর্ম-কর্তার মোকাবিলার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া শাহী আদালতে চালান দিল, যেখানে তাহাদের সমোচীত শাস্তি তাহারা প্রাপ্ত হইল।

সুতরাং আমি সত্যসত্যই বলিতেছি যে, এ অবস্থাই এই জামানার অত্যাচার-পরায়ন অস্বীকারকারীদের ঘটিবে। প্রতিটি ব্যক্তি তাহার জবান ও কলম এবং হস্তের কৃতঅপরাধে ধৃত হইবে। যাহার শ্রবণ করার মত কর্ণ আছে সে শ্রবণ করিয়া লউক।"

(ইযালা আওহাম পৃঃ ১৮৫-১৮৯)

অনুবাদ—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

কুরআন করীম একটি সুস্পষ্ট ও খোলা গ্রন্থ, উহার প্রতিটি বিষয় ন্যায় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে।

উহার শিক্ষার কোন একটি অংশেও অত্যাচার-মূলক বা জুলুম ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সহ্য করা যায়—এরূপ লেশ মাত্রও নাই।

ইসলামের প্রবল বিরোধিতা হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং এই বিরোধিতা মিথ্যা এবং অত্যাচার—এই দুইটিকেই কেন্দ্র করিয়া উহাদের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে।

তাশাহুদ ও তায়ায়ুজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন : গত চারিদিন পূর্বে আমার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রবল আক্রমণ হইয়াছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করিয়াছেন, শীঘ্রই প্রশমিত হইয়াছে ; অপেক্ষাকৃতরূপে উহার প্রবলতা তেমন আর নাই কিন্তু দুইটি উপসর্গ রহিয়া গিয়াছে—এক তো দুর্বলতা এবং দ্বিতীয়তঃ বুকে এবং গলার শ্লেশা এখনও কিছু আছে।

যে বিষয়বস্তু আমি আজ বর্ণনা করিতে চাই উহা আমি আমার শারীরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করিব। কিন্তু মানুষ বলিতে যাইয়া তাহার বক্তব্য খুব সংক্ষেপও হইতে পারে আবার কিছুটা দীর্ঘও হইতে পারে। যাহা হউক, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বলিবার এবং আপনাদিগকে বুঝিবার ও আমল করিবার তওফিক দিন।

হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পূর্ণ ও সার্বিক সত্য সহকারে আগমন করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার একটি সিফ্‌ত বা গুণ হইল 'আল-হক' অর্থাৎ 'পূর্ণ সত্য এবং সকল 'প্রশংসার আঁধার'। আমি গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যাহা আমরা আমাদের ভাষায় সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে এমন কোন বিষয় পাওয়া যায় না, যাহা কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক ঘটাইতে পারে অথবা যাহা সহজ-সিদ্ধ সত্য নয়। বরং স্পষ্ট এবং সোজাসোজিভাবে তাঁহার জালওয়া (জ্যোতির্বিকাশ) সমূহ জগতে ঘটিয়া থাকে। আমাদের নাগালের উর্ধ্বে আরশের উপর সত্য সহকারে সেই মহামহীয়ান সত্তা বিরাজমান আছেন। হযরত নবী আকরাম (সাঃ) সেই 'আল-হক' খোদাতায়ালার পূর্ণতম বিকাশস্থল। উক্ত গুণের বিকাশস্থল হিসাবে তিনি 'আল-হক' এবং কুরআন করীমের আকারে যে পবিত্র কালাম সহকারে তিনি আসিয়াছেন উহাও 'আল-হক'—পূর্ণ সত্য। সেজন্য উহার নাম 'ফুরকান'ও রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ এক

শিক্ষা, যাহা হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য ও ফারাক করিয়া দেখায়। কুরআন করীম সকল দিক দিয়াই হক—সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক প্রকারের সন্দেহ, সংশয় ও আনুমানিক ধ্যান-ধারনার উর্ধ্বে এবং একটি সুস্পষ্ট ও খোলা গ্রন্থ। উহার মধ্যে কোন ধোকা ও প্রবঞ্চনা নাই এবং উহার ওয়াদাবলী সর্বাঙ্গীন সত্য। কুরআন করীমের ওয়াদা ও অঙ্গীকার সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে ঘোষিত 'হক'। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা 'হক' এবং তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর দিক দিয়া তিনি অতিমহান—তাঁহার গুণাবলীর পরিধি আমাদের কল্পনা, চিন্তা-ধারণা, মেধা-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি পরিমাপ করিতে পারে না। অতিউচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পূর্ণ মহান আরশে তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁহার গুণাবলীর বিকাশস্থল অনেকে হইয়াছেন কিন্তু মানবজাতির মধ্যে পূর্ণতম বিকাস্থল শুধু একজনই হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার অপরাপর সকল গুণের পূর্ণতম বিকাশস্থল, তেমনি তিনি 'আল-হক' গুণেরও পূর্ণতম বিকাশস্থল। তাঁহার সমগ্র জীবন, তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। উহার বিস্তারিত বিবরণে আমি এখন যাইতে পারি না।

যে শিক্ষা লইয়া তিনি (সাঃ) আসিয়াছেন উহ পূর্ণ ও পরিণত সত্য, সন্দেহ ও সংশয় হইতে মুক্ত ও পবিত্র এবং সন্দেহ-সংশয় অপসারনকারী, বাতিলকে হরণকারী, মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে সপ্রমাণিত করিয়া সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠাকারী। সেইজন্য এই শিক্ষার অভ্যুদয়ের প্রথম দিবস হইতেই উহার বিরোধিতা হইয়াছে, যাহা প্রবল রূপধারণ করে এবং অব্যাহতগতিতে চলিতে থাকে। আজ পর্যন্তও সেই বিরোধিতা হইয়া চলিয়াছে। সেই সময় এখন সমাগত যখন এই বিরোধিতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইবে এবং মানবজাতি তাহাদের সর্বাপেক্ষা মহান কল্যাণকারী —'মুহসেনে আ'জম' (সঃ)-কেও সনাক্ত করিবে এবং 'ফুরকানে আজীম' পবিত্র কুরআন তাহাদিগকে স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিবে, সত্য কি এবং মিথ্যা কি। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া দেখান হইবে। আমরা সেই সময়ের আগমনের অপেক্ষাতেই জীবিত আছি, এবং উহার জন্যই অবিরাম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছি।

প্রথম দিন হইতে যে বিরোধিতা শুরু হয় এবং উহা ভীষণ জোরদারভাবে হয়। মক্কার কুরাইশগণ বিরোধিতা করে এবং উহাকে চরমরূপ দান করে। সমগ্র আরব বিরোধিতা করে এবং উহাতে কোন ত্রুটির অবকাশ রাখে না। ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণ বিরোধিতা করে এবং সকলকে ডিঙ্গাইয়া যায়। এই যাবতীয় বিরোধিতার মধ্যে দুইটি মৌলিক বিষয় কেন্দ্র-বিন্দু স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই—একটি হইল মিথ্যা, আর একটি হইল জুলুম। এই দুইটি বিন্দুকেই কেন্দ্র করিয়া ইসলামের বিরোধিতা চলিতেছে। আবার এই দুইটির মিশ্রিত গালাও তৈরী হয় অর্থাৎ "জুলমান ও জুরা"-এর আকারে যাহা কুরআল করীমের সুরা ফুরকানের ৫নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা সীমা ছাড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তাহাদের পুস্তকাদি পাঠ করার যাহাদের সুযোগ হয় নাই তাহাদিগকে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সে সম্বন্ধে বহু কিছু অবহিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইবার জন্য

বলিয়াছেন যে, তখনও বই-পুস্তক সাধারণভাবে বিস্তার লাভ করে নাই সেই জামানায় তিনি ইসলামের উপর কয়েক হাজার মিথ্যা আপত্তি খ্রীষ্টানদের পুস্তকাবলী হইতে একত্র করেন এবং যেগুলি তিনি একত্র করিয়াছিলেন সেগুলি ব্যতীত জগত ব্যাপী যে সকল মিথ্যা ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামের আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হইতেছিল সেগুলির বিশদ উত্তর প্রদান করেন। সেই সকল মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন। তারপর 'আল-হক' আল্লাহ্‌ ও সেই 'আল-হক' আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণতম বিকাশস্থল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের মাহাত্ম্য, শান ও মর্যাদা সম্পর্কিত সত্য তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যে, এখন আমরা কিয়ামতকাল পর্যন্ত ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করিতে সক্ষম। তাহারা জুলুম করিয়াছে এবং জুলুমের কোন অংশ বা ক্ষেত্র বাদ দেয় নাই। জুলুম করা হয় সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে; তাহারা মুসলমানদের মাল লুট করিয়াছে। জুলুম হইয়া থাকে প্রাণ হরণ করিয়া। যখন তাহারা উপনিবেশ (Colonies) স্থাপন করিল তখন তাহারা মুসলমানের প্রাণ হরণ করিল। জুলুম হইয়া থাকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার দ্বারা। ইসলামরূপ মহান শিক্ষা ও অমূল্য রত্ন হইতে প্রতারণার দ্বারা মানুষকে বঞ্চিত রাখার জুলুম তাহারা করিয়াছে। আফ্রিকায় তাহাদের প্রচারের প্রচলন এই ছিল যে, নিষ্ঠাবান মুসলিম পিতাদের সন্তানগণ যখন খ্রীষ্টান স্কুলগুলিতে ভর্তি হইয়াছে, প্রথম দিনই ইঞ্জিলের শিক্ষার কোন প্রচার ব্যতিরেকেই তাহাদের ইসলামী নাম পরিবর্তন করিয়া তাহাদের খ্রীষ্টান নাম রাখিয়াছে। যেমন মোহাম্মদ নামের ছাত্র ভর্তি হইয়াছে, প্রথম দিনই রেজিষ্টারে তাহার নাম এম, পিটার দেওয়া হইল। তারপর ধীরে ধীরে এমন প্রভাব তাহার মন-মস্তিষ্কে বিস্তার করা হয় যে, সে যখন স্কুল হইতে বাহির হয় তখন 'এম' কোন নামের সংক্ষেপ ছিল তাহা সে বিস্মৃত হয়, তাহার শুধু ইহাই স্মরণ থাকে যে, সে একজন খ্রীষ্টান। মোট কথা, জুলুমের সকল প্রকার শাখা-প্রশাখা যাহা আপনারা চিন্তাও করিতে পারেন না এবং ইতিহাসেও যেগুলির নজীর নাই, তাহা ইসলামের শত্রুগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছে। সুতরাং মিথ্যা এবং জুলুমকে কেন্দ্র করিয়াই ইসলামের বিরোধিতা চলিতে থাকে। কুরআন করীম এই সব বিষয় লইয়া আলোকপাত করিয়াছে। বিস্তারিত দীর্ঘ বিষয়—বহু আয়াতে বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি লইয়া কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করিব। সুরা বাকরার ১২০নং আয়াতে বলা হইয়াছে: "ইন্না আরসালানাকা বিলহাক্কে।"

অর্থাৎ, "আমরা তোমাকে নিশ্চয় সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছি।" সুরা আলে-ইমরানের ১০৯নং আয়াতে আছে: "তিলকা আয়াতুল্লাহে নাত্‌লুহা আলাইকা বিলহাক্কে ওমাল্লাহু ইউরীদু জুলমান লিলআলামীন।"

"এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ যেগুলি সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলি আমরা পাঠ করিয়া শুনাইতেছি এবং আল্লাহ্‌ সমগ্র বিশ্বে কোন প্রকারের জুলুম চান না এবং ইহাও চান না যে, তাঁহার বান্দাগণ জুলুম করুক—(ইহা উহার তফসীর)। উহার শিক্ষার কোন একটি

অংশেও জুলুমের আদেশ নাই। কাহারও হক বা অধিকার নষ্ট হয় এবং জুলুমকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সহ্য করা যাইতে পারে এরূপ কোন নির্দেশ নাই।

উক্ত আয়াতগুলিতে উভয় বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে—এক, সত্যের উল্লেখ। অন্য কথায়, মিথ্যা, ভ্রান্তি, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার কোনই সংমিশ্রণ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ আসিয়াছে যে, ইসলামী শিক্ষা প্রত্যেক প্রকারের জুলুম ও অত্যাচারের মৌলোৎপাটন করে।—'ওমাল্লাহু ইউরিদু জুলমান লিলআলামীন'। এই শিক্ষা শুধু মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট জুলুমেরই মূল কর্তনকারী নয় বরং 'আলামীন' তথা ইহকাল-পরকাল —উভয় জাহান সম্পর্কিত জুলুমের মূল কর্তনকারী। আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, ইসলামী শিক্ষায় প্রতিটি জিনিসের হক ও অধিকার নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থাও দান করা হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা তেমনি সামগ্রীক সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক প্রকারের জুলুম হইতে সংরক্ষিত যেমন উহা মানুষ এবং অন্যান্য জীব বা বস্তুর উপর জুলুমকে প্রতিরোধ করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "ফাকাদ জায়ু জুলমান ওয়া জুরা।" (আল-ফুরকান, ৫নং আয়াত)। ইহা একটি আয়াতের শেষাংশ। ইহার পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং ফুরকানে আজীমের এই অস্বীকার জুলুমের যাবতীয় পথ অবলম্বনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাহারা মিথ্যা এবং বাতিলের পথে পরিচালিত হয়। পূর্বে যেমন আমি বলিয়া আসিয়াছি, ইসলামের বিরোধিতা শুরু-দিন হইতেই এই দুইটি মৌলিক কেন্দ্র-বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়াছে। ইসলাম আত্মরক্ষা করিয়াছে কিন্তু জুলুম করে নাই। ইসলাম উহার শিক্ষাকে বিস্তার দিয়াছে কিন্তু খাঁটি সত্য ও সরল কথা বলিয়া, প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা মানুষের মন জয় করিয়াছে। ইহার মোকাবেলায় জুলুমও করা হইয়াছে, মিথ্যাও বলা হইয়াছে এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনাও করা হইয়াছে। কিন্তু খোদাতায়ালা বলেন: "ওল্লাহু লা ইউহিব্বুয যালেমীন।"—"আল্লাহ্‌তায়ালা জালিমদিগকে তাঁহার সন্তোষ, প্রীতি ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন।"

এই ধারায় মানবজাতি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক, প্রকৃত মুসলমান, যাহারা মিথ্যা কথাও বলেনা এবং জুলুম-অত্যাচারও করে না; দ্বিতীয়, (প্রকৃত) ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ, যাহাদের সার্বিক বৈরী প্রচেষ্টা জুলুম এবং মিথ্যাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু উহাদের চারিদিকে ঘূর্ণিয়মান হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে বলেন যে, 'দেখ, বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত কাজ কর। আল্লাহ্‌তায়ালা জালেমদিগকে তাঁহার সন্তোষ, প্রীতি ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন'" (আলে ইমরান, ১৪১ নং আয়াত)। তারপর সুরা মায়েদার ৫২ নং আয়াতে বলেন: "লা ইয়াহদিল কওমায্‌যালেমীন।"—'কামিয়াবী জালেমদের নসীবে ঘটে না।" ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িকভাবে কোন কোন সময় পার্থিব দিক দিয়া সফলতা দেখা যাইতে পারে কিন্তু উহা চিরস্থায়ী কখনও হয় নাই ও হইতেও পারে না, উহা প্রকৃত সফলতা সাব্যস্ত হয় না, উহা প্রকৃত আনন্দের কারণ ঘটায় না, উহা দুঃখ-বেদনা মোচন করে না, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার

প্রীতি লাভ করিতে পারে না যে প্রীতির উপরই সকল আনন্দ নির্ভর করে। তারপর আল্লাহ্-তায়ালা সুরা আনয়ামের ৫৯নং আয়াতে বলেন: "ওয়াল্লাহু আ'লামু বিয্যালেমীন।" —"আল্লাহ্তায়ালা জালেমদিগের অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন।" তাহারা যদি ইহা বুঝিতে পারিত যে, তাহারা খোদাতায়ালার পাকড়াও এবং তাঁহার কহর হইতে নিরাপদ নয়, তাহা হইলে জুলুম করার পূর্বেই চিন্তা করিত যে একদিন খোদাতায়ালার কহরের হাত তাহাদের গ্রীবার উপর পড়িবে এবং তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবে।

সুরা কাহ্ফে আল্লাহ্ বলেন: ওয়া ইউজাদেলুল্লাযীনা কাফারু বিলবাতিলে লেইউদহেজু বেহিল হাক্কা ওয়াত্তাখাজু আয়াতি ওয়া মা উনজেরু হুজুওয়া।" (আয়াত নং৫৭)

অর্থাৎ—"যে সকল লোক অস্বীকার করিয়াছে ও কুফরের পন্থা সমূহ অবলম্বন করিয়াছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইয়াছে তাহারা মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া বিবাদ করে যেন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের সমগ্র প্রচেষ্টা মিথ্যা এবং জুলুমকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হয় এবং উহাদের চারিদিকেই ঘূর্ণিয়মান থাকে এবং তাহারা এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, তাহাদের মিথ্যাপূর্ণ বক্তৃতা, রচনা ও বিবৃতি সমূহ সত্যকে নির্মূল বা নিশ্চিহ্ন করিবে। তেমনি তাহারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করে এবং তাহারা আমার ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কবাণী বিস্মৃত হইয়াছে এবং উহাকে তাহারা তাহাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছে। অথচ তাহাদিগকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তমরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, দেখ, যদি তোমরা প্রকৃত আনন্দ সমূহ লাভ করিতে চাও এবং ইহকালেও একটি জান্নাতরূপী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতে হইবে; জুলুম হইতে বিরত থাকিয়া হক ও ইনসাফের নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা সত্যের মোকাবিলা করাকে খেলা-তামাশাস্বরূপ মনে করে এবং কাহ্হার (কঠোর শাস্তি প্রদানকারী) খোদার সতর্কবাণীকে তাহারা ভয় করে না।"

তারপর আল্লাহ্তায়ালা বলেন: "ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্দি মান হুয়া মুসরেফুন কায্যাব" (আল-মুমিন, ২৯নং আয়াত)—"যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে এবং বহু মিথ্যা বলিতে থাকে সে সফলতার পথে পরিচালিত হয় না, কৃতকার্য হয় না।" আরবী বাগধারায় 'কায্যাব'-এর অর্থ ইহা নয় যে, বড় মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ পাকড়াও করিবেন এবং ছোট মিথ্যাবাদীকে খোদাতায়ালা অবাধ ছাড়িয়া দিয়াছেন, বরং আরবী বাগধারায় 'কায্যাব' (অথবা এই সীগায় যে সব শব্দ আসে) উহার অর্থ হইয়া থাকে এই যে, খোদাতায়ালা বড় মিথ্যাকেও বিনা শাস্তিতে ছাড়িবেন না এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মিথ্যাকেও শাস্তি ব্যাতিরেকে ছাড়িবেন না। যদি তোমরা সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যার পথ অবলম্বন কর—সেগুলি ছয় লেইন বিশিষ্ট বড় বড় অটোবাহণ (Auto bahn)-ই হউক, অথবা ছোট ছোট বাঁক বা আইলই হউক, খোদাতায়ালার পাকড়াও-এর মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই পড়িবে এবং তোমাদের প্রচেষ্টায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।"

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন : "নাকজেফু বিলহাক্কে আলাল বাতিলে ফাইয়াদমাগুহু ফাইমা হুয়া যাহিক।" (আল-আম্বিয়া, ১৯ আয়াত)

অর্থাৎ—"আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়িয়া মারি এবং উহা মিথ্যার মাথা ভাঙ্গিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ মিথ্যা পলায়ন করে।" আসল ব্যাপার এই যে, মিথ্যার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে বিফলতা ও ব্যর্থতার উপাদান থাকে এবং সত্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে সফলতা ও প্রধান্য লাভের গুণ বিদ্যমান থাকে। সেই জন্য আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন : "ওয়া কুল জায়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।" (সুরা বণী ইস্রাইল : ৮২ আয়াত)

—'মানবসকলকে বলিয়া দাও যে, কুরআন আজীম, যাহা 'ফুরকান' ('সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পাথক্যকারী')-এর মর্যাদা রাখে—সেই মহান কুরআননের আগমন ঘটিয়াছে, সত্য এখন কুরআন করীমের আকারে তথা মহান ফুরকানের আকারে সমোপুস্থিত ; এখন বাতিল বা মিথ্যার জন্য পলায়ন করা ব্যতীত আর গত্যান্তর নাই। 'ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।"—বাতিলের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট হইল পলায়ন করা, উহা সত্যের মোকাবেলায় নিষ্ঠিতেই পারে না।

সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং জুলুম ও ন্যায়নীতির মধ্যকার যুদ্ধে এলাহী এরাদা ও কানুন অনুযায়ী পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের বিজয় এবং মিথ্যা ও জুলুমের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিরোধিতা হইয়া চলিয়াছে। ইসলাম বিভিন্ন যুগ-আবর্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া ক্রমবর্ধমান হইয়া চলিয়াছে এবং এখন এলাহী এরাদা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী—

"হুয়াল্লাযী আরসালা রসুলাহু বিলহুদা ও দীনেল হাক্কে লেইজহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি" (সুরা সাফ, ১০ আয়াত)—সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদের মোকাবিলায় বিশ্ব-জগতের মূলগত বাস্তব সত্য এই যে আল্লাহ্‌তায়ালা আল-হক (পূর্ণ ও সামগ্রীক সত্য), আল-হক্ খোদার পূর্ণতম বিকাশস্থল মোহাম্মদ (সাঃ)-এবং তাঁহার শিক্ষা আল-হক (পূর্ণ ও সামগ্রীক সত্য) —এক মহান শিক্ষা। জগত উহা সনাক্ত করিবে, উহার পরিচয় জানিতে পারিবে। দুনিয়া উহার দ্বারা ফায়েদা লাভ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে নিজের বিফলতা ও ব্যর্থতা সমূহের পর। এবং সেই শুভসংবাদ পুর্ণ হওয়ার দিনও নিশ্চয় আসিবে, যেমন বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারীগণ জগতে একশতের একভাগ কিম্বা তদপেক্ষা কম সংখ্যায় থাকিয়া যাইবে যাহাদের সম্বন্ধে মানুষকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইসলাম হইতে যাহারা দুরে সরিয়া যায় তাহাদের অবস্থা এই রূপ দাঁড়ায় যে, অস্বীকারকারীগণ পরিশেষে ডোম-চামারদের ন্যায় হইয়া থাকিয়া যায়। সেই প্রতিশ্রুত-দিন তো আসিবেই। কিন্তু জামাতের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন করীম আমাদিগকে পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিল যে, তাহাদের পক্ষ হইতে অত্যন্ত পীড়াদায়ক গাল-মন্দ আমাদিগকে শুনিতে হইবে। কুরআন করীম বলিয়াছিল, হক ও বাতিলের এই যুদ্ধে তোমাদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে, সুতরাং সবর কর। কুরআন করীম বলিয়াছিল, হক্ ও বাতিলের

এই মোকাবিলার সময়ে তোমাদিগকে দোওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিতে হইবে। তাঁহার সমীপে আজেযীর সহিত ঝুঁক, সবিনয়ে প্রণত হও, দোওয়া কর এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট নিবেদন জানাও যে, হে খোদা, তোমার পথে পূর্ববর্তীগণও কুরবানী পেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের চাইতে পিছনে থাকিব না, ইনশাআল্লাহ। এবং যেভাবে তোমার রহমত পূর্ববর্তীদের উপর বর্ষিত হইয়াছে তেমনি আমাদের উপরও তোমার রহমতরাজি বর্ষিত হউক। আমরা আমাদের শক্তিবলে তোমার পথে দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রদর্শন করিতে পারি না, তুমি তোমার ফেরেশ্‌তাদিগের সাহায্য অবতীর্ণ কর, যাহাতে আমাদের পদ দৃঢ় থাকে, আমরা ইস্তেকামাত ও স্থিরতা লাভ করিতে পারি। সেরাতে মুস্তাকীমের উপর (যাহাকে আমি এখন এই জামানার পরিপ্রেক্ষিতে গালাবয়ে-ইসলামের রাজ-পথ বলি) ক্রমাগত আগাইয়া যাওয়ার তওফিক দান কর এবং সেই দিন যথাশীঘ্র আসুক যখন আমরা সচক্ষে দেখিতে পারি যে, ইসলামের শিক্ষা উহার সৌন্দর্য, মাধুর্য্য ও কল্যাণের দ্বারা সকল মানবহৃদয়কে জয় করিয়া বিশ্বময় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং মানুষ প্রেম ও ভালবাসার মোকাবেলায় তলোয়ার এবং আনবিক বোমাকে তুচ্ছ মনে করে এবং তাহারা বুঝিতে পারে যে মহব্বত ও ভালবাসায় আল্লাহ্‌তায়ালা এতই শক্তি রাখিয়াছেন এবং সৌন্দর্যে এতই প্রভাব দান করিয়াছেন এবং কল্যাণ ও হিতৈষণার মধ্যে এতই আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে যে, সেগুলি সদাসর্বদা কৃতকার্য লাভ করিয়া থাকে, কখনও বিফলমনরথ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, নেক নিয়ত ও শুভাকাঙ্খা, আত্মোৎসর্গ, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত প্রেম ও ভালবাসা, তাঁহার নিকট দোওয়ায় রত হওয়া, নিজেকে কোন কিছু বলিয়া মনে না করা এবং শয়তানের ন্যায় অহংকার না করা বরং আজেযী ও বিনয় সুলভ পথ সমূহকে এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ না করা এবং নিজেকে খোদাতায়ালা এবং তাঁহার দ্বীনের মোকাবেলায় একটি মৃত কীটের মর্যাদাও না দেওয়া জরুরী।

আজেযী ও বিনয়ের পথ সমূহ অবলম্বন কর, দোওয়া করিতে থাক এবং সবুর ও ধৈর্যের সহিত কাজ কর। যদি তোমরা খোদাতায়ালার হইয়া যাও—খোদাতায়ালা তোমাদিগকে লা-ওয়ারিশরূপে ছাড়িয়া দেন এবং তোমরা অকৃতকার্য হও—এমন কখনও হইতে পারে না কৃতকার্যতা ও বিজয় তোমাদেরই। জিম্মাদারী সমূহ তোমাদিগকে পালন করিতে হইবে। তোমরা দায়িত্বাবলী পালন কর। খোদা প্রদর্শিত পথসমূহে চলিয়া খোদাতায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহ অর্জন কর। খোদা করুন, এরূপই যেন হয়। (আল-ফজল, ২০শে জুলাই ১৯৮০)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

"আমার অনুসারীগণকে জ্ঞানের পূর্তি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যান্যদের উপর প্রবল রাখিবেন।" —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
প্রফেসার আবদুস সালাম

আফতাব জাহান হাফিজা মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁকে আমার আরো জিজ্ঞাসা ছিলো। তার বর্ণনা দেওয়া হলো।

প্রশ্ন : প্রকৃতির চারটি বলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে আইনষ্টাইন ব্যর্থ হয়েছিলেন। আপনি অন্তত দুর্বল ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বল দুটোর মধ্যে সমন্বয় (Untiy) সাধন করে আইনষ্টাইনকে হারিয়ে দিয়েছেন। এই জাতীয় মন্তব্য আপনি কিভাবে গ্রহণ করেছেন ?

প্রফেসার সালাম : পদার্থবিদ মাত্রই চারটি প্রাকৃতিক বল, স্ট্রং, উয়িক বা দুর্বল নিউক্লিয়ার বল, মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয়সাধনে আগ্রহী। বলা যায়, পদার্থবিদদের স্বপ্ন—চারটি বলকে একই সূত্রে গ্রথিত করা। আইনষ্টাইন মহাকর্ষ এবং বিদ্যুতের মধ্যে সমন্বয় (Untiy) সাধনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। বা বলা ভালো যে তিনি একই সঙ্গে অনেকগুলো রেজাল্ট পেয়েছিলেন। এবং কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক বুঝে ওঠার আগেই এ-দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আমার প্রচেষ্টা ছিল অন্য দুটো বল নিয়ে। দুর্বল এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বৈজ্ঞানিক সফলতা যদি পুরস্কৃত হতে পারে, তবে বিফলতারও পুরস্কৃত হওয়া উচিত। কারণ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে লাভ-লোকসানের হিসেবটা সাংসারিক জীবনের আর দশটা ব্যাপারের সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে না। হওয়া উচিতও নয়।

প্রশ্ন : আপনার সফলতাকে "ট্রায়াম্ফ অফ আইডিয়াস"—আইডিয়ার বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন কেউ-কেউ। অথচ এর তাৎক্ষণিক কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আপনার তত্ত্বের 'চার্ম'কে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

প্রঃ সাঃ-এ প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে আগেই দেয়া হয়ে গেছে। পদার্থবিদের এতো দিনের স্বপ্ন অর্থাৎ চারটে বলকে একসূত্রে আমার সূচনা, হ্যাঁ, সূচনাই বলা ভালো—তা হয়েছে দুর্বল নিউক্লিয়ার বল ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাৎক্ষণিক প্রয়োগের আশা করা উচিত নয় কখনো। গবেষণাগার কোনো শিল্প-কারখানা নয় যে, সেটআপের পর উৎপাদন শুরু হইলেই মার্কেটে ফিনিশড্ প্রোডাক্ট পেতে হবে।

দুর্বল ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের সমন্বয় মনে করিয়ে দিচ্ছে উনিশ শতকে সাধিত আরেকটি সমন্বয়ের কথা। মাইকেল ফ্যারাডে এবং মাক্সওয়েল তড়িৎ ও বিদ্যুতের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে দেখিয়েছিলেন, দুটো আপাত ভিন্ন ব্যাপার আসলে একই। এই জাতীয় আইডিয়ার গভীর গুরুত্ব রয়েছে। এবং এই গুরুত্ব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়। মহাকর্ষের

কারণেই বস্তু নিচের দিকে পড়ে : এবং এই মহাকর্ষ বলই গ্রহগুলিকে নিজ নিজ কক্ষপথ ধ'রে রেখেছে।

প্রশ্ন : তৃতীয় বিশ্বের জন্য বৈজ্ঞানিক নীতি কি রকম হওয়া উচিত। তারা কি পাশ্চাত্য টেকনোলজিকেই গ্রহণ করবে? না-কি দেশজ প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করবে? নাকি দুটোকেই পাশাপাশি অনুমোদন ক'রে অগ্রসর হবেন?

প্রঃ সাঃ-আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, তৃতীয় বিশ্বে বৈজ্ঞানির প্রয়োজন উন্নত দেশগুলোর প্রয়োজনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এবং অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় সিষ্টেমে থাকতেই হবে। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের উপযোগী করার মানসে ১৯৬০ সালে আমি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্সের (ICTP) কথা ভাবা শুরু করি। এই ICTP-কে বাস্তব রূপ দিতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কারণ সেন্টারটি হবে তৃতীয় বিশ্বের জন্য, এবং এর খরচপাতি আসতে হবে উন্নত দেশগুলো থেকে। পাশ্চাত্য জগৎ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে যে পর্যায়ে চলে গেছে, সেখানে বা অন্তত দরকারী মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত রাখার মতো শিক্ষা তৃতীয় বিশ্বের দরকার। ১৯৬৪ সালে ইতালীর ত্রিয়েস্তে ICTP প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘ বারো বছর ধরে সেন্টারে ফাণ্ডামেন্টাল ফিজিক্সের ওপরই ট্রেনিং দেয়া হবে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োগিক দিকটির দিকে সরে আসছি আমরা। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখানে আসেন লেটেষ্ট ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পরিচিত হতে। সেন্টারই তাঁদের ব্যয়ভার বহণ করে।

সেন্টারে পিএইচডি পূর্ব কাজও করিয়ে থাকি আমরা। অবশ্য শিল্পগত ল্যাবরেটরী এখানে নেই। তবে আশা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এখান থেকে একটা বিশেষ সমস্যার ওপর যেমন, সলিডষ্টেট ফিজিক্স, কাজ করে গেলে দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের তা পড়াবেন। এইসব ছাত্রছাত্রীদের অন্তত এমন একটা ওরিয়েনটেশন হবে—যা হবে শিল্পমুখী।

তৃতীয় বিশ্ব যে পর্যায়ে রয়েছে—বর্তমান জেনারেশনের পক্ষে সেই গ্যাপ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বর্তমান জেনারেশনকে পরবর্তী জেনারেশনকে শিল্পমুখী করার দায়িত্ব কিছুটা পালন করতে পারেন মাত্র। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সেন্টারে সলিডষ্টেট, প্লাজমা, ওশ্যান, আর্থ—ফিজিক্স এবং টেকনোলজী ও প্রাকৃতিক উৎসসংক্রান্ত বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

আমাদের জন্য দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে, ফিজিক্স কমিউনিটিতে সক্রিয় সদস্য সংখ্যা নিতান্তই কম। পাকিস্তানের মতো যথেষ্ট বড় দেশে, যেখানে লোকসংখ্যা ৭ কোটি—সে দেশে সক্রিয় সদস্য মাত্র ৫০ জন। এরাই ৭ কোটি লোকের ফিজিক্স বেজড্ ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং টেকনোলজীর ক্ষেত্রে এডভান্সড শিক্ষা, নর্ম ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখার জন্য দায়ী। সমাজে বিজ্ঞানীর ষ্ট্যাটাস নির্ধারিত হয়নি বলেই আমাদের এই দুরবস্থা। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের সফলতার পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের অপ্রকাশিত পদ্ধতিগত প্রস্তুতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ইত্যাদি। পাকা ফলের দেখা মেলে অনেক পরে। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবহারোপযোগী ফলাফল পাওয়া যায় না বলে তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী অপাংতেয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে প্রফেসর সালাম ষ্টমহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বকে যেভাবে এক্সপ্লয়েট করেছে, তার বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়ে বলেছিলেন :

"Ah love ! could thou and I with fate conspire
To grasp this sorry scheme of things entire would not we shatter it to bils –and then Remould it nearer to the hearts desire."

প্রশ্ন : আপনার জীবনের আনন্দ কি ? প্রঃ সাঃ—বিজ্ঞান এবং ইসলাম ধর্মে কোনো বিরোধ খুঁজে পাইনি। আল্লাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্য (বিউটি), সামঞ্জস্যতা (সিমেট্রি), হারমনির আইডিয়া নিয়ে। এর সঙ্গে রয়েছে রেগুলারিটি,। এখানে কেওসের কোনো স্থান নেই। কোরান প্রাকৃতিক সূত্রগুলোর ওপর বারবার জোর দিয়েছে। আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনায় তাই ইসলামের ভূমিকা বিরাট। আল্লাহ কি ভেবেছেন—আমরা তাই অনুসন্ধান ক'রে বোঝার চেষ্টা করছি। অবশ্য তাঁর চিন্তা-ভাবনার অতিসামান্যই উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। যতোটুকু পেরেছি, তার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার সত্যতা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি।

আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে চাই, ৭৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিলো ইসলামিক। বিজ্ঞানের জগৎ তখন ছিলো মুসলমানদের হাতেই। এবং আমি সেই স্বর্ণযুগের ঐতিহ্যই ধারণ ক'রে এগিয়ে চলেছি। [সৌজন্যে : সাপ্তাহিক 'রোববার' ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮০ ইং]

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালামের বাংলাদেশ সফর ঃ

প্রফেসার সালামকে অনারারী ডক্টরেট, অনারারী ফেলোশীপ ও বৈদেশিক সদস্যপদ প্রদান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রজত-জয়ন্তীর উদ্বোধনী ভাষণ ঃ

১৮ই জানুয়ারী এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপমহাদেশের পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে অনারী ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করিবে। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইবে।

বাংলাদেশ পদার্থ বিজ্ঞানী সমিতি ১৮ই জানুয়ারী বিকাল ৫টায় কার্জন হলের সবুজ লনে এক অনুষ্ঠানে প্রফেসর আবদুস সালামকে অনারারী ফেলোশীপ প্রদান করিবে। বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস তাহাকে বৈদেশিক সদস্যপদ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়াতনে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রফেসর আবদুস সালাম উদ্বোধনী বক্তৃতা করিবেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮১)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬০)

(১২) আহমদীয়া জামাতের প্রসারতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

হযরত মীর্যা সাহেব যে মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন—অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ প্রচার এবং পূনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ধ্যান-ধারণা, তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং পদ্ধতি সমূহ—সেই বিষয়গুলোর মাধ্যমে জামাতের বিস্তৃতি এবং প্রসারতা সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেবের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অবস্থা থেকেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইলহাম তিনি লাভ করতে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ইলহাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

"ম্যায় তেরি তবলীগকো দুনিয়াকে কেনারোঁতাক পৌঁচাউঙ্গা।"

"আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব"।—"আমি তোমার একনিষ্ঠ এবং সৎ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিব এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি এবং সম্পদ বর্ধিত করিব এবং তাহাদের বহুগুণ বৃদ্ধি করিব।"

—"আল্লাহ্তায়ালা এই আহমদীয়া জামাতকে বর্ধিত করিবেন যাহাতে তাহাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং গুরুত্ব সকলের নিকট আশ্চর্যজনক বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকিবে।"

—"তাহারা দলে দলে আগমন করিবে।"

—"আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে (সর্ব বিষয়ে) বর্ধিত করিব।"

—"পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে একটি দল এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে একটি দল।"

শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে আহমদীয়া জামাতে যোগদান করবে এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে এই আন্দোলনে যোগ দিবে।

কোন কোন ইলহাম ইংরেজী ভাষাতে এসেছে যেমন ঃ

—"I will give you a large Party of Islam." (আমি তোমাকে একটি বড় ইসলামী দল দিব)।

"Prophet of Allah, I knew thee not." (হে আল্লাহ্র নবী, আমি তোমাকে জানিতাম না)। মানুষের মুখে অনুতাপের প্রকাশ অর্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে জামাতে আহমদীয়ার ক্রম-বিকাশের ইঙ্গিত রয়েছে।

—"This earth is our inheritance. we will devour it from all sides." (এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার আমাদের। ইহাকে আমরা চতুর্দিক হইতে গ্রাস করিব।)

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী আহমদীয়া জামাতের প্রসারতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু যে সময়ে এগুলো ইলহামের আকারে এসেছে সেই সময় কেউ একথা চিন্তা করতে পারে

নাই যে এগুলো সত্যে পরিণত হবে। এক ব্যক্তি এগুলো লাভ করেছেন, তাঁর গৃহের উঠানে তিনি একাকী চলাফেরা করেছেন এবং যখন ইসলামগুলো এসেছে সেগুলো তিনি লিখে রেখেছেন। প্রতিবেশীরা এগুলো শুনেছে, কিন্তু কোন মূল্য দেয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী-গুলো ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হতে লাগলো এবং এগুলোর সত্যতা প্রতিভাত হয়ে উঠলো। ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন আহমদী এবং আহমদীয়া জামাতসমূহ এবং প্রচার কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন স্থানে জেগে উঠতে লাগলো— এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার এই মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলন ছড়াতে লাগলো। এই ক্রমবর্ধমান জামাত ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য যেগুলো হযরত মীর্যা সাহেবের কার্যকালের প্রারম্ভে তিনি ইলহামের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।

হযরত মীর্যা সাহেব যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করেছিলেন সেগুলো যদি আল্লাহ্‌তায়ালার নামে প্রকাশিত না হতো, তাহ'লে সেগুলো বাস্তবক্ষেত্রে সত্যতার দ্বারা মোহরাঙ্কিত হলো কেন? আশ্চর্যের কথা এই যে, যে ইউরোপ এবং আমেরিকা কিছুকাল আগে পর্যন্ত ইসলামকে তাদের শিকার মনে করেছিল, এখন সময় এসেছে যখন ইসলাম তাদের আধ্যাত্মিক শিকার হিসাবে গণ্য করতে সক্ষম। মোট কথা পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ইসলাম সামনে এগিয়ে চলছে এবং ইসলামের শত্রু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারা বিশ্বের রব। (ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৫৮তম সালানা জলসা

তারিখ ঃ ১৩, ১৪, ও ১৫ই মার্চ ১৯৮১ইং

রোজ ঃ শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান ঃ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৫৮তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১৩ই ১৪ই ও ১৫ই মার্চ ১৯৮১ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশা আল্লাহ্‌।

জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধীকারী হউন। আমীন।

সংবাদ

জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৮তম সালানা জলসা অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

দুই লক্ষেরও অধিক লোকের সমাগম ঃ

পাকিস্তান ব্যতীত ২০টি দেশের আহ্‌মদী প্রতিনিধির যোগদান ঃ

হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৮তম বার্ষিক বিশ্ব-সম্মেলন (সালানা জলসা) ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং তারিখগুলিতে জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়ায় (পাকিস্তান) তুলনাবিহীন নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে পরম সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ সতর্ক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দুই লক্ষ্যেরও উর্ধ্বে পাকিস্তানসহ ২১টি দেশ হইতে আহ্‌মদী মুসলমানগণ উক্ত জলসায় যোগদান করেন। ইণ্ডোনেশিয়া হইতে ৩৩ জন, আমেরিকা হইতে ২১ জন, নাইজেরীয়া—২২, সুরিনাম—৬, মালয়েশিয়া—৫, সিয়েরালিওন—৪, ডেনমার্ক—২, বার্মা—২, সুইডেন—১, ইউগাণ্ডা—১, মরিশাস—১১, জার্মানী—৬, ফিজি—৫, ঘানা—৩, হল্যাণ্ড—২, সিঙ্গাপুর—৭, কানাডা—১, মিশর—১ এবং বাংলাদেশ হইতে ২২ জন প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সিয়েরালিওনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং 'সিয়েরালিওন মসলিম কংগ্রেস'এর সভাপতি মহামান্য আল-হাজ মোহাম্মদ সনোসী মোস্তফা জলসায় যোগদান করেন। তিনি জলসায় দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সারগর্ভ তেজদীপ্ত ভাষণ দান করেন এবং প্রজাতন্ত্রী সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট ডঃ সিয়াকার পক্ষ হইতে প্রেরিত অভিনন্দন ও দোওয়া সমন্বিত বাণীও জ্ঞাপন করেন। উহাতে বলা হয় যে, 'আল্লাহ্‌তায়ালা জামাত আহ্‌মদীয়ার বিপুল কল্যানমূলক ও দীনি কর্মতৎপরতার উপর স্বীয় রহ্‌মত ও আশিস এবং সালামতি অবতীর্ণ করুন। আমীন'

এই বৎসর জলসার আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, জলসায় উর্দ্দু ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ বিদেশী মেহ্‌মানদের সুবিধার জন্য ইংরেজী ও ইণ্ডোনেশিয়ান ভাষায় তরজমার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জলসার প্রতিটি অধিবেশন চলাকালে মেহ্‌মানগণ হেডফোন কানে লাগাইয়া 'ইন্টারপ্রেটারস্‌ বক্স' হইতে প্রচারিত তরজমা সরাসরিভাবে শ্রবণ করিতে পারিতেছিলেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) জলসার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন : "হিজরী পঞ্চাশ শতাব্দীর জন্য আমাদের 'মটো' হইবে (১) 'আল্লাহ্‌তায়ালার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা' (২) 'দৃঢ় সংকল্প' (৩) 'প্রীতি ও ভালবাসা' এবং (৪) হিতাকাঙ্খা ও মানবসেবা। তিনি আরও বলেন : আমাদের অধিকতর প্রীতি ও ভালবাসার পাত্র হইলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে আরোপিত মুসলমান ভ্রাতাগণ।" হুজুরের উদ্বোধনী ও দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা এবং সমাপ্তি ভাষণের বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সংকলন—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press.
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-e Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor